নারীর ক্ষমতায়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সানজিদা আমীন

চলতি বছরের মে মাসের ১৩ তারিখে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম ছিল নারী বেকারত্বের হার কমেছে বাড়ছে পুরুষের। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি থেকে মার্চ) বেকার পুরুষের সংখ্যা ছিল ১৭.৪০ লাখ। অপরপক্ষে বেকার নারীর সংখ্যা ছিল ৮.৫০ লাখ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, যদিও বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ প্রধান ,তবুও বিগত কয়েক বছর ধরে নারীদের নেতৃত্বে পরিবারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতিতে নারীদের ক্রমবর্ধমান অবদানের কথা উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা নারী বেকারত্বের হ্রাসকে ইতিবাচক খবর হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ডা: ফাহমিদা খাতুন বলেন ,নারীদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে নারী বেকারত্ব হ্রাস উৎসাহজনক। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর দক্ষতার উচ্চ চাহিদা রয়েছে এবং অধিকসংখ্যক নারী পরিবারের মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করছে। এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান নিউজ ছিল সব সূচকে এগিয়ে মেয়েরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মন্তব্য করেন আমাদের দেশের ছাত্র সংখ্যা কেন কম এটা দেখতে হবে। পরিসংখ্যান ব্যুরোকে বলব তারা যখন গণনা করে তখন দেখা দরকার কারণটা কি? পাশের হারের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা অগ্রগামী। মেয়েরা ভালো করছে সেটা আমাদের দেশের জন্য মঙ্গলজনক ।

নারী-পুরুষের সমতা (জেন্ডার ইক্যুইটি) প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নে নারী শিক্ষার প্রসার বড় ভূমিকা রেখেছে। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ভর্তির হার এখন ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি। শুধু প্রাথমিক নয় ,পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষায় (টারশিয়ারি) নারীদের ভর্তির হার ১৭.১৯ শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা খাতে অভূতপূর্ব পরিমাণ মতো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি সরকারি এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নারী শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশ নারীর জীবনমান উন্নয়নে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে মৃত্যুহার দুই -তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনায় জোর দিয়েছে । পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক সূচকে অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত পরিবারে অর্থনৈতিক কান্ডে নারীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীরক্ষমতায়নে অবদান রেখেছে ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ বেঁচে আছে গার্মেন্টস নারীদের শ্রমের ঘামে ,কৃষি ক্ষেত্রেও এগিয়ে এসেছেন নারী শ্রমিকরা। অপ্রাতুষ্ঠানিক বা ইনফর্মাল সেক্টরেও আজ নারীর বিপুল উপস্থিতি লক্ষণীয়। মিস্ত্রি নারী,জোগালি নারী, সবজি বিক্রেতা নারী ,আজ উপার্জনক্ষম নারী, স্বাবলম্বী নারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত। নারী উন্নয়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ। বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৮ শতাংশ। যা পাকিস্তানের ২৩ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড হলো তৈরি পোশাক খাত। এ খাতের মোট শ্রমিকের ৭০ শতাংশের বেশি নারী। আবার দেশের বৃহত্তম সেবা খাত হল স্বাস্থ্যসেবা। এখাতেও কর্মরতদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশি নারী। সেন্টার ফর পলিসি (সিপিডি) মতে, মোট দেশজ উৎপাদনের জিডিপি নারীর অবদান প্রায় ২০শতাংশ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন সূচক যেমন -শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত গড় আয়ুতে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। কর্মক্ষেত্রে নারীরা দক্ষতা প্রমাণ করছেন ,কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন ,নেতৃত্বও দিচ্ছেন। বর্তমানে বিচারপতি ,সচিব ,ডেপুটি গভর্নর, রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে মানবাধিকার কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন নারী। উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে নারী কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করছেন।

খেলাধুলায় বাংলাদেশের মেয়েদের সাফল্য রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলায় তারা ভালো করছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতির ক্ষেত্রে যত অর্জন তার একটি অংশ দেশের খেলাধুলার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের অর্জনও অনেক। খেলাধুলায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মহিলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার মেয়েদের খেলাধুলার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জোবেরা রহমান নিলুকে বলা হয় বাংলাদেশের টেবিল টেনিসের রানী।১৬ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে কেবল নিজেকেই অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাননি বাংলাদেশের নামও তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক পরীমন্ডলে। দক্ষিণ এশিয়ার অলিম্পিক খ্যাত এসএ গেমসের নারী ক্রিকেটে বাংলাদেশে নারী দল প্রথম চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেয়।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অনেক অর্জন রয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সংবিধানের ৬৫(৩)অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণের বিধান রাখা হয় এবং এক্ষেত্রে ৬৫(২) অনুচ্ছেদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ৩০০ আসনে নারীর অংশগ্রহণেও কোন বাধা রাখা হয়নি। এছাড়াও সংবিধানের ১৯ (৩)অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগ সমতা রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে । ২০২০ সাল নাগাদ সব রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদে একজন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেও ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের তিন দশকের বেশি সময় ধরে নারী নেতৃত্ব দেশ পরিচালনা করছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নারী। এমন নজির পৃথিবীতে হয়তো দ্বিতীয়টি আর নেই। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম স্থানে। নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নে প্রতিবেশী দেশগুলো তো বটেই, উন্নত অনেক দেশ থেকেও এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন নিজেই স্বীকার করেছেন ভারতের মেয়েদের পেছনে ফেলে বাংলাদেশের মেয়েরা এগিয়ে গেছে। আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রই শুধু নয় আধুনিকায়ন ও গণতন্ত্রায়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত । অথচ সেই আমেরিকার বাসিন্দারা শ্বেতকায় ও ক্ষমতাধর নারী হিলারি ক্লিনটনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেননি।

নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া যে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভবপর নয় আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু তা উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধীনতা -উত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামো পুনর্গঠনের কাজে হাত দেওয়ার মাধ্যমে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও বাঙালি রাজাকারদের হাতে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত বাঙালি নারীদের তিনি দিয়েছিলেন বীরের মর্যাদা। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ,যে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী তাদের বাদ দিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের ৯ মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জাতিকে উপহার দেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ সংবিধান যে সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ,'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সম্মান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'দেশে রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণে নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সরকারি প্রথম উদ্যোগ নেয়। জাতির পিতা ১৯৭২ সালে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও নিরাপদ আবাসনের জন্য 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড 'গঠন করেন।

পিতার দর্শন অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনীতি ক্ষমতায়নের নতুন ধারা সূচনা করেন, এনেছেন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন পরিবর্তন। আবেদনপত্র কিংবা যেকোনো ফরম পূরণের ক্ষেত্রে পিতার নামের সঙ্গে মায়ের নাম সংযুক্ত করে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিশাল পরিবর্তন এনেছেন শেখ হাসিনা। সব চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীকে স্থান করে দিয়েছেন শেখ হাসিনা। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতের অঙ্গীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা ম্যাজিকেই এক যুগে বদলে গেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ,নারীর ক্ষমতায়ন ,শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুহ্রাসসহ বেশ কিছু সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্ব নেতৃত্বকে

চমকে দিয়েছে। নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ রোল মডেল সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নারী নেতৃত্বে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৪ সালে 'পিসট্রি',২০১১ ও২০১৩ সালে দুবার 'সাউথ সাউথ',২০১৬ সালে 'প্ল্যানেট ৫০ -৫০চ্যাম্পিয়ন',২০১৬ সালে 'এজেন্ট অফ চেঞ্জ' ও ২০১৮ সালে 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশীপ আওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের নারীরা গৃহে ,কর্মস্থলে, স্কুল -কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় ,যানবাহন থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্যাতিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশের ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের অর্ধেকে জীবনে কখনো না কখনো স্বামীর হাতে শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। স্ত্রী নির্যাতনের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা শতকরা৬৪ ভাগ নারী ও শিশু। তাদের জীবন সামাজিক অর্থনীতি প্রেক্ষাপটে ঝুঁকিপূর্ণ। শিশু ও নারী নির্যাতন কঠোরভাবে দমন এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করনের লক্ষ্যে নারী ও শিশু দমন আইন ২০০০ এর ধারা ৯ এর উপর ধারা (১) অধীন ধর্ষণের অপরাধের জন্য 'যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড' শাস্তির পরিবর্তে 'মৃত্যুদন্ড 'করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য জাতীয় হেল্পলাইন ১০৯ চালু করেছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও বিধি প্রণয়ন, নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রেরণ। নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য বর্তমান সরকার যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, শিশু আইন ২০১৩, মানব পাচার প্রতিরোধ আইন২০১২,জাতীয় নারী উন্নয়নের নীতি ২০১১ ও জাতীয় শিশুনীতি২০১১ প্রণয়ন করেছে।

সমাজ উন্নয়ন ও নারী উন্নয়নের বিষয়টি ওতোপ্রোত জড়িত। নারীর ক্ষমতায়েন তাই আজ শুধু একটি আধুনিক প্রপঞ্চ নয় বরং একই সঙ্গে বৈশ্বিক ও সর্বজনীন প্রবঞ্চ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী বিধায় নারী -পুরুষের সমান অংশীদারী ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন কোথাও কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারীরা শিক্ষা ,কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা গুলো ব্যবহারের সুযোগ পান। আমাদের সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং নারীর সুরক্ষার্থে পরিবার ও সমাজের মাঝে সচেতনতা বাড়িয়ে দেশব্যাপী সর্বজনীন আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে।

#

লেখিকা: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

পিআইডি ফিচার